কলকাতা হাইকোর্ট

(ফৌজদারী পুনর্বিবেচনা এক্তিয়ার)

<u>আপীল বিভাগ</u>

বর্তমানঃ

মাননীয় বিচারপতি শম্পা দত্ত (পল)

২০১৯ এর সিআরআর ৯৯৫

শ্রী পলাশ সাহা

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যরা

আবেদনকারীর জন্যঃ শ্রী সঞ্জীব কুমার মুখোপাধ্যায়,
শ্রী অপরূপা ভট্টাচার্য,
শ্রীমতী নার্গিস পারভীন.

বিরোধী দলের জন্যঃ শ্রী অমিতাভ ঘোষ।

রাজ্যের জন্যঃ শ্রী সুদীপ ঘোষ,
শ্রী বিটাসোক ব্যানার্জি.

শুনানি শেষ হয়েছে: ২০.১১.২০২৩

রায়দান: ২৮.১১.২০২৩

<u>বিচারপ্রতি শম্পা দত্ত (পল),</u>

১. বর্তমান সংশোধনটি ১৪ই ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখের ব্যারাকপুর থানা মামলা নং ১৪৫-এর প্রথম তথ্য প্রতিবেদন বাতিল করার জন্য আবেদন করা হয়েছে, যা ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০-এর জি. আর. মামলা নং ৭৫০৭-এর সাথে সম্পর্কিত ২০১৮-এর অতিরিক্ত প্রধান বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট, ব্যারাকপুর, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনার আদালতের ধারা নং ১৪৫-এর অধীনে।

২. আবেদনকারীর মামলাটি হল যে তিনি তাঁর দুই চাকার জন্য বিনামূল্যে পার্কিং পাওয়ার আশ্বাসের চুক্তি অনুযায়ী একজন (ডেভেলপার) রঞ্জিত পাত্রের কাছ থেকে একটি ফ্ল্যাট কিনেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে, তাকে তা দেওয়া হয়নি। উক্ত প্রবর্তক/ডেভেলপার তারপর অনুমোদন ছাড়াই জায়গাটিকে একটি ফ্ল্যাটে রূপান্তরিত করে বিক্রি করে দেন। আবেদনকারী সেই অনুযায়ী পৌরসভাকে অবহিত করেন। আবেদনকারী অন্যান্য ফ্ল্যাট-মালিকদের সাথে ডেভেলপার/প্রবর্তকের কাছ থেকে পার্কিং স্থান এবং সমাপ্তি শংসাপত্র দাবি করেন। আবেদনকারী তখন ডেভেলপার রঞ্জিত পাত্রের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৪২০/৪৬৮/৫০৬ এর অধীনে এফআইআর দায়ের করেন, কারণ তিনি আত্মহত্যার হুমকি দিয়েছিলেন।

৩. **পরবর্তীকালে আবেদনকারী** দ্বারা প্রবর্তকের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল।

৪. আবেদনকারী এবং তাঁর স্ত্রীকে ২০১৮ সালের ব্যারাকপুর থানা মামলা নং ৭৮-এ ৪১এ ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৪১ ক এর অধীনে একটি নোটিশ দেওয়া হয়েছিল, যা উক্ত রঞ্জিত পাত্র দ্বারা দায়ের করা হয়েছিল।

৫. এটি বলা হয়েছে যে অভিযুক্ত ব্যক্তি/আবেদনকারী এই মাননীয় আদালতে ভারতের সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে ব্যারাকপুরের মনিরামপুরের ফিশারি গেটে বর্নালি অ্যাপার্টমেন্টে উল্লিখিত মিস্টার রঞ্জিত পাত্রের দ্বারা উত্থাপিত অবৈধ নির্মাণকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে একটি আবেদন দায়ের করেছেন এবং এটি ২০১৮ সালের ডব্লিউ. পি. নং. ১৬১৭৭ (ডাব্লু) হিসাবে নিবন্ধিত হয়েছিল (শ্রী পলাশ সাহা বনাম উত্তর ব্যারাকপুর পৌরসভা এবং অন্যান্যরা)। উক্ত রিট পিটিশনটি ২০১৮ সালের ২৮ শে সেপ্টেম্বর তাঁর লর্ডশিপের আদালতে শুনানির জন্য এসেছিল যখন তাঁর লর্ডশিপ একটি আদেশ (কার্যকরী অংশ) পাস করে উক্ত রিট পিটিশনটি নিষ্পত্তি করতে রাজি হয়েছিল যার নীচে উদ্ধৃত করা হয়েছেঃ-

> ".....রিপোর্টে বলা হয়েছে যে একটি দুই চাকার গ্যারেজ রুমকে অননুমোদিতভাবে রূপান্তরিত করা হবে এবং নিচতলায় আবাসিক ফ্ল্যাট হিসাবে ব্যবহার করা হবে।
>
> .....যেহেতু পৌরসভা ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখের প্রতিবেদনে পেয়েছে যে, কোনও সম্পত্তির ক্ষেত্রে অননুমোদিত রূপান্তর রয়েছে, তাই এটি নিশ্চিত করার জন্য এগিয়ে যাবে যে, ভবনটি অনুমোদিত হিসাবে ব্যবহার করা হয়। অন্য কথায়, পৌরসভা নিশ্চিত করবে যে, দুই চাকার গ্যারেজ রুমের জন্য নির্ধারিত স্থানটি কেবল এই উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করা হচ্ছে। তারা এই বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ নেবে....."

৬. এটি আরও বলা দেওয়া হয়েছে যে আবেদনকারী তখন প্রবর্তকের বিরুদ্ধে ২০১৮ সালের এম.পি. মামলা নং ১৯৭৬ দায়ের করেছিলেন, যা একটি পুলিশ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে খারিজ করা হয়েছিল এবং আবেদনকারী উক্ত আদেশকে চ্যালেঞ্জ করতে চান।

৭. ব্যারাকপুর থানা মামলা নং ১৪৫/১৮ (বর্তমান মামলা) তখন আবেদনকারীর বিরুদ্ধে বিপরীত পক্ষ নং ২ দ্বারা দায়ের করা হয়েছিল।

৮. আবেদনকারী উক্ত মামলার ঘটনা অস্বীকার করেছেন।

৯. আবেদনকারী জানান যে, এফআইআরে ব্যবহৃত মোবাইল নম্বরটি ডেভেলপার/প্রবর্তক রঞ্জিত পাত্রের। উক্ত এফআইআরে অভিযোগ করা হয়েছে যে, ১৪ই ডিসেম্বর, ২০১৮-এ '০১.৩০'-এ অভিযুক্ত ব্যক্তি বেপরোয়াভাবে তার মোটর সাইকেল (এপি৩১বি২-২২৩৪') ফিশারি গেট থেকে এস. বি. আই-তে চালাচ্ছিলেন। এস. এন ব্যানার্জি রোড দিয়ে আরও বেশি। অভিযোগকারী শ্রী অমলেন্দু চক্রবর্তী আরও দাবি করেছিলেন যে, এম. ভি. এ ক্লাবের সামনে অভিযুক্ত ব্যক্তি সাইকেলে চড়ে আসা একজন সঞ্জু দাসের সঙ্গে দুর্ঘটনার সম্মুখীন হন। ফলস্বরূপ, সঞ্জু দাস গুরুতর আহত হন এবং তাঁর সাইকেলটি ভেঙে যায়। এটিও অভিযোগ করা হয়েছিল যে অভিযুক্ত ব্যক্তি/আবেদনকারী উক্ত সঞ্জু দাসকে নির্দয়ভাবে মারধর করেছিলেন যাকে প্রকৃত অভিযোগকারী উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেছিলেন। এটি বলা হয়েছে যে অভিযুক্ত ব্যক্তি/আবেদনকারীর মোটর সাইকেলের সংখ্যা (এপি৩১বিবি২২৩৮) এবং (এপি৩১বি ২-২২৩৪) নয় যা উক্ত এফআইআরে অভিযোগ করা হয়েছে।

১০. আবেদনকারী বলেছেন যে তিনি একটি স্পিড পোস্ট করার উদ্দেশ্যে ২০১৮ সালের ১৪ই ডিসেম্বর বেলা ১টা ৩১ মিনিটে ব্যারাকপুর ডাকঘরে ছিলেন। তাই তাঁরকথিত দুর্ঘটনার মাত্রায় জড়তা একেবারেই দেখা দেয় না।

১১. আবেদনকারী বলেছেন যে তিনি ৩০ শতাংশ অক্ষম, পরিষেবার সময় আহত হয়েছেন।ভারতীয় নৌবাহিনী এবং এইভাবে কাউকে আক্রমণ করতে সক্ষম নয়।

১২. বলা হয়েছে যে এই মামলাটি প্রবর্তক রঞ্জিত পাত্র দ্বারা মিথ্যাভাবে শুরু করা হয়েছে এবং এইভাবে বরখাস্ত হওয়া ঘৃণ্য।

১৩. **আবেদনকারীর আইনজীবী শ্রী সঞ্জীব কুমার মুখোপাধ্যায়** নিম্নলিখিত রায়গুলির উপর নির্ভর করেছেঃ-

i. নাহালচাঁদ লালু চাঁদ প্রাইভেট লিমিটেড বনাম পাঁচালি কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিমিটেড, আইআর ২০১০ এসসি ৩৬০৭ = ২০১০ (৯) এসসিসি ৫৩৬।
ii. এস. পি. চেঙ্গালভারায়া নাইডু বনাম জগন্নাথ, এআইআর ১৯৯৪ এসসি ৮৫৩ = ১৯৯৪ (১) এসসিসি ১।
iii. হামজা হাজি বনাম কেরালা রাজ্য, এ. আই. আর ২০০৬ এস. সি ০২৮ = ২০০৬ (৭) এস. সি. সি ৪১৬।
iv. দিলীপ সিং বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য, ২০১০ (২) এস. সি. সি ১১।
v. রবার্ট জন ডি 'সুজা বনাম স্টিফেন ভি. গর্জ, ২০১৫ (৯) এস. সি. সি ৯৬
vi. মাধবরাও জিওয়াজিরাও সিন্ধিয়া বনাম সম্ভাজিরাও চন্দ্রাজিরাও আংরো, ১৯৮৮ (১) এস. সি. সি ৬৯২।
vii. হরিয়ানা রাজ্য বনাম ভজনলাল, এ. আই. আর ১৯৯২ এস. সি ৬০৪ = ১৯৯২ এস. সি. সি এসইয়উপিপিএল (১) ৩৩৫।
viii. ইন্দর মোহন গোস্বামী বনাম উত্তরাঞ্চল রাজ্য, ২০০৭ (১২) এসসিসি ১
ix. পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বোর্ড বনাম দিলীপ কুমার রায়, এআইআর ২০০৭ এসসি ৯৭৭৬ = ২০০৬ (৩) সিএইচএন ৩০৯।

১৪. বিপরীত পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী **শ্রী অমিতাভ ঘোষ** দাখিল করেছেন যে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে প্রাথমিকভাবে মামলা করার জন্য পর্যাপ্ত তথ্য-উপাত্ত রেকর্ডে রয়েছে এবং তাই বিচার আদালতে মামলাটি বিচারের জন্য এগিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া উচিত।

১৫. **রাজ্যের বিদ্বান আইনজীবী শ্রী সুদীপ ঘোষ** কেস ডায়েরি রেখেছেন এবং বলেছেন যে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে আঘাতের রিপোর্ট সহ পর্যাপ্ত উপকরণ রয়েছে এবং যদি এই মামলার বিচার চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি না দেওয়া হয় তবে এটি ন্যায়বিচারের স্বার্থের বিরুদ্ধে হবে।

১৬. আবেদনকারীর পক্ষে শিক্ষিত কৌঁসুলি জমা দিয়েছেন যে লিখিত অভিযোগে উল্লিখিত মোবাইল নম্বরগুলি আগের এফআইআরে ব্যারাকপুর পি. এস. কেস নং. ৭৮/১৮ যা প্রবর্তক রঞ্জিত পাত্র দায়ের করেছিলেন। এইভাবে জমা দেওয়া হয়েছে যে এই মামলাটি প্রবর্তক রঞ্জিত পাত্রের অনুরোধে শুরু করা হয়েছে এবং এইভাবে প্রার্থনা করা হয় যে প্রবর্তক দ্বারা শুরু করা বর্তমান মামলাটি অসৎ এবং তাই বাতিল হওয়ার যোগ্য।

১৭. নথি থেকে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি নথিভুক্ত রয়েছেঃ-

i. স্বীকারযোগ্যভাবে আবেদনকারীর প্রবর্তক রঞ্জিত পাত্রের সাথে বিবাদ রয়েছে যে নিচতলায় বিনামূল্যে দু 'চাকার গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গা দেওয়া হয়নি। বিক্রয় দলিল থেকে (সংযুক্তি পি-৬) দেখা যায় যে উক্ত বিক্রয় দলিলটিতে বিনামূল্যে পার্কিং জায়গার জন্য এমন কোনও বিধান দেওয়া হয়নি।

ii. স্বীকারযোগ্য যে আবেদনকারী উক্ত রঞ্জিত পাত্রের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি কর্তৃপক্ষের কাছে বেশ কয়েকটি অভিযোগ দায়ের করেছেন।

iii. আবেদনকারী উচ্চ আদালতে একটি রিট পিটিশনও দায়ের করেছেন এবং সেটি উক্ত রঞ্জিত পাত্রর বিরুদ্ধে।

iv. আবেদনকারী রঞ্জিত পাত্রের বিরুদ্ধে একটি আনুষ্ঠানিক এফআইআর দায়ের করেছিলেন কারণ তাকে জানানো হয়েছিল যে রঞ্জিত পাত্র প্রকাশ করেছেন যে তিনি আত্মহত্যা করবেন।

v. আবেদনকারী পুলিশের কাছে বেশ কয়েকটি অভিযোগ এবং উক্ত রঞ্জিত পাত্রের বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে বেশ কয়েকটি আবেদন জমা দিয়েছেন। কে

vi. ডায়েরি থেকে মনে হয় যে এই মামলায় আবেদনকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগকারী যে মামলাটি করেছেন তা প্রমাণ করার জন্য তদন্তকারী কর্তৃপক্ষের দ্বারা বেশ কয়েকটি বিবৃতি রেকর্ড করা হয়েছে।

vii. পৃষ্ঠা ৩,৪,২৫ এবং ২৬ হল অভিযোগকারীর মামলার সমর্থনে **মেডিকেল কাগজপত্র (আঘাতের প্রতিবেদন)**। ২৯৫ পৃষ্ঠার মেডিকেল কাগজ দেখায় যে আবেদনকারীর নাম ডাক্তারের সামনে হামলার ইতিহাসে সেই ব্যক্তি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে বাঁশের লাঠি দিয়ে ভুক্তভোগীকে মারধর ও লাঞ্ছিত করেছিল।

viii. আবেদনকারীর যুক্তি যে তিনি ৩০ শতাংশ প্রতিবন্ধী যার বিরুদ্ধে তিনি যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারি করা শংসাপত্রের একটি অনুলিপি দাখিল করেছেন, এটি প্রতীয়মান হয় যে আবেদনকারী ২০০৫ সালে পোর্ট ব্লেয়ারে পোস্ট করার সময় ফ্র্যাকচারের শিকার হয়েছিলেন। এটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে উক্ত আঘাতটি শান্তি এলাকায় ঘটেছে। আবেদনকারীর দাবি অনুযায়ী অক্ষমতার কোনও প্রাথমিক নোট নেই (পৃষ্ঠা ২১৭)।

ix. আবেদনকারীর যুক্তি যে ঘটনার সময় তিনি ব্যারাকপুর পোস্ট অফিসে ছিলেন এবং তাই তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকতে পারেননি, তা বিচারের সময় প্রমাণ সাপেক্ষ, কারণ নথিটি একটি ট্র্যাক রিপোর্ট (যা পৃষ্ঠা ২১৬-এ পি-৩০ হিসাবে সংযুক্ত করা হয়েছে) তা দেখায় না যে সেই সময়ে কে উক্ত নিবন্ধটি বুক করেছিলেন।

১৮. এইভাবে নথি থেকে প্রতীয়মান হয় যে আবেদনকারী হয়েছে বিনামূল্যে দু 'চাকার গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গা না দেওয়ার অভিযোগের কারণে প্রবর্তকের বিরুদ্ধে একাধিক কর্তৃপক্ষের কাছে ক্রমাগত অভিযোগ দায়ের করা হচ্ছে।

১৯. আবেদনকারীর যুক্তি যে উভয় এফআইআরে মোবাইল নম্বরগুলি রঞ্জিত পাত্রের, তা ট্রায়াল কোর্টকে বিবেচনা করতে হবে এবং এটি নিজেই এই সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে বাতিল করার কোনও ভিত্তি নয় **যে বর্তমান মামলায় লিখিত অভিযোগ সাক্ষীদের বিবৃতি এবং আরও বেশ কয়েকটি আঘাতের রিপোর্ট এবং মেডিকেল কাগজপত্র দ্বারা সমর্থিত।**

২০. **রমেশ চন্দ্র গুপ্ত বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে, ২০২২ লাইভ ল (এসসি)৯৯৩, ফৌজদারি আপিল নং(এস).....২০২২ এসএলপি-র (সিআরএল.) নং (এস). ২০২২-এর ৩৯),** সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছেঃ-

> ১৫. বিনীত কুমার এবং অন্যান্য বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য মামলায় ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করার জন্য ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে হাইকোর্টের ক্ষমতার পরিধি এবং পরিধি বিবেচনা করার জন্য এই আদালতের একটি সুযোগ রয়েছে এবং আরেকটি, (২০১৭) ১৩ এস. সি. সি ৩৬৯ ৩১শে মার্চ, ২০১৭-এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। উপরের রায়ের ২২,২৩ এবং ৪১ অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা দরকারী হতে পারে যেখানে নিম্নলিখিতগুলি বলা হয়েছিলঃ
>
> "২২. বর্তমান মামলার তথ্যে প্রবেশ করার আগে এটি হাইকোর্টের উপর ন্যস্ত ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে এখতিয়ারের পরিধি এবং পরিধি বিবেচনা করার জন্য প্রয়োজনীয়। ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারা এই আইনের অধীনে কোনও আদেশ কার্যকর করার জন্য, বা কোনও আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার রোধ করার জন্য বা ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য সুরক্ষিত করার জন্য প্রয়োজনীয় আদেশ দেওয়ার জন্য হাইকোর্টের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

২৩. এই আদালত বার বার ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে হাইকোর্টের এখতিয়ারের পরিধি পরীক্ষা করেছে এবং বেশ কয়েকটি নীতি নির্ধারণ করেছে যা ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে হাইকোর্টের এখতিয়ার প্রয়োগকে পরিচালনা করে। কর্ণাটক রাজ্য বনাম এল মুনিস্বামী (১৯৭৭) ২ এসসিসি ৬৯৯-এ এই আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চ বলেছিল যে হাইকোর্টের কোনও কার্যধারা বাতিল করার অধিকার রয়েছে যদি এই সিদ্ধান্তে আসে যে কার্যধারা চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার হবে বা ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যে কার্যধারা বাতিল করা উচিত। রায়ের ৭ নং অনুচ্ছেদে নিম্নলিখিতটি বলা হয়েছেঃ

"৭.....এই পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে, হাইকোর্ট কোনও কার্যধারা বাতিল করার অধিকারী যদি এই সিদ্ধান্তে আসে যে কার্যধারা চালিয়ে যাওয়া আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার হবে বা ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যে কার্যধারা বাতিল করা প্রয়োজন। দেওয়ানি ও ফৌজদারি উভয় ক্ষেত্রেই হাইকোর্টের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা সংরক্ষণ করা একটি মঙ্গলজনক জনসাধারণের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য তৈরি করা হয়েছে যা হল আদালতের কার্যধারাকে হয়রানি বা নিপীড়নের অস্ত্র হিসাবে অবনমিত করার অনুমতি দেওয়া উচিত নয়।একটি ফৌজদারি মামলায়, একটি পঙ্গু বিচারের পিছনে আবৃত উদ্দেশ্য, যে উপাদানের উপর রাষ্ট্রপক্ষের কাঠামো নির্ভর করে তার প্রকৃতি এবং এই জাতীয় বিষয়গুলি ন্যায়বিচারের স্বার্থে কার্যধারা বাতিল করার ক্ষেত্রে হাইকোর্টকে ন্যায়সঙ্গত করবে। ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য নিছক আইনের উদ্দেশ্যের চেয়ে বেশি যদিও আইনসভা দ্বারা তৈরি আইন অনুসারে ন্যায়বিচার পরিচালনা করতে হয়।এই পর্যবেক্ষণগুলি করার জন্য বাধ্যতামূলক প্রয়োজনীয়তা হ 'ল যে বিধানটি রাজ্য এবং তার প্রজাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করার জন্য হাইকোর্টের অন্তর্নিহিত ক্ষমতাকে বাঁচাতে চায় তার উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য যথাযথভাবে উপলব্ধি না করলে, সেই প্রধান এখতিয়ারের প্রস্থ এবং রূপরেখা উপলব্ধি করা অসম্ভব হবে।

৪১. ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে হাইকোর্টকে প্রদত্ত অন্তর্নিহিত ক্ষমতা ন্যায়বিচারের অগ্রগতির উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য নিয়ে দেওয়া হয়েছে। যদি কোনও ব্যক্তির দ্বারা কোনও পরোক্ষ উদ্দেশ্যে আদালতের গুরুতর প্রক্রিয়ার অপব্যবহার করার চেষ্টা করা হয়, তবে আদালতকে একেবারে দ্বারপ্রান্তে প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করতে হবে। আদালত যদি মামলাটি হরিয়ানা রাজ্য বনাম ভজন লাল ১৯৯২ সম্পূরক (১) এস. সি. সি ৩৩৫-তে এই আদালত দ্বারা দৃষ্টান্তমূলকভাবে বর্ণিত বিভাগগুলির মধ্যে একটিতে পড়ে তবে মামলা চালানোর অনুমতি দিতে পারে না। বিচারিক প্রক্রিয়া একটি গুরুতর কার্যধারা যা অপারেশন বা হয়রানির উপকরণ হিসাবে রূপান্তরিত করার অনুমতি দেওয়া যায় না। যখন নির্দেশ করার মতো উপকরণ থাকে যে একটি

ফৌজদারি কার্যধারাকে স্পষ্টতই দুর্বোধ্যতার সাথে দেখা হয় এবং কার্যধারাটি একটি অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য নিয়ে বিদ্বেষপূর্ণভাবে চালু করা হয়, হাইকোর্ট হরিয়ানা রাজ্য বনাম ভজন লাল ১৯৯২ সম্পূরক (১) এস. সি. সি ৩৩৫-এ বর্ণিত বিভাগ ৭-এর অধীনে কার্যধারা বাতিল করার জন্য ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে তার এখতিয়ার প্রয়োগ করতে দ্বিধা করবে না যা নিম্নলিখিত প্রভাবঃ

'১০২.(৭) যেখানে কোনও ফৌজদারি কার্যধারাকে স্পষ্টভাবে দুর্বোধ্যতার সাথে দেখা হয় এবং/অথবা যেখানে অভিযুক্তের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এবং ব্যক্তিগত ও ব্যক্তিগত বিদ্বেষের কারণে তাকে উপেক্ষা করার লক্ষ্যে বিদ্বেষপূর্ণভাবে কার্যধারা শুরু করা হয়।' উপরের বিভাগ ৭ বর্তমান মামলার তথ্যে স্পষ্টভাবে আকৃষ্ট হয়। যদিও, হাইকোর্ট হরিয়ানা রাজ্য বনাম ভজন লাল ১৯৯২ এসইউপিপি (১) এস. সি. সি ৩৩৫-এর রায়টি উল্লেখ করেছে তবে বর্তমান মামলার প্রাসঙ্গিক তথ্যের বিজ্ঞাপন দেয়নি, যে উপাদানগুলির উপর আই. ও দ্বারা চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়া হয়েছিল।সুতরাং, আমরা সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট যে বর্তমানটি একটি উপযুক্ত মামলা যেখানে হাইকোর্টের ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে তার এখতিয়ার প্রয়োগ করা উচিত ছিল এবং ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করা উচিত ছিল।

১৬. সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে অতিরিক্ত-সাধারণ ক্ষমতা প্রয়োগ বা ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা সম্পর্কিত বিষয়ে আইনের ব্যাখ্যা সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সম্ভাব্য পরিমাণে, এই আদালত পর্যাপ্ত দিকনির্দেশনাগুলি সংজ্ঞায়িত করেছে, যাতে এই ধরনের ক্ষমতার প্রয়োগ করা উচিত এমন অগণিত ধরণের মামলার একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া যায়। এই আদালত **হরিয়ানা রাজ্যে ১০২ অনুচ্ছেদে এবং অন্যান্য বনাম ভজন লাল এবং অন্যান্য**, **১৯৯২ এসইউপিপি (১) ৩৩৫** অনুচ্ছেদে বলেছেঃ

"**১০২.** চতুর্দশ অধ্যায়ের অধীনে সংবিধির বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক বিধানের ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে এবং ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে অসাধারণ ক্ষমতা প্রয়োগ বা সংবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ সম্পর্কিত একাধিক সিদ্ধান্তে এই আদালত কর্তৃক বর্ণিত আইনের নীতিগুলির প্রেক্ষাপটে আমরা দৃষ্টান্তের মাধ্যমে নিম্নলিখিত বিভাগগুলির মামলাগুলি দিচ্ছি যেখানে এই ধরনের ক্ষমতা কোনও আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার রোধ করতে বা অন্যথায় ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যগুলি সুরক্ষিত করার জন্য প্রয়োগ করা যেতে পারে, যদিও কোনও সুনির্দিষ্ট, স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত এবং পর্যাপ্তভাবে চ্যানেলযুক্ত এবং অনমনীয় নির্দেশিকা বা কঠোর সূত্র নির্ধারণ করা এবং অগণিত ধরণের মামলার একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া সম্ভব নাও হতে পারে যেখানে এই ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ করা উচিত।

(১) যেখানে প্রাথমিক তথ্য প্রতিবেদন বা অভিযোগে করা অভিযোগগুলি, এমনকি সেগুলি তাদের মুখের মূল্যে নেওয়া হলেও এবং সেগুলি সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা হলেও, প্রাথমিকভাবে কোনও অপরাধ গঠন করে না বা অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা গঠন করে না।

(২) যেখানে প্রথম তথ্য প্রতিবেদনের অভিযোগ এবং এফআইআরের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য উপকরণ, যদি থাকে, একটি আমলযোগ্য অপরাধ প্রকাশ করে না, কোডের ১৫৫ (২) ধারার আওতায় ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত কোডের ১৫৬ (১) ধারার অধীনে পুলিশ কর্মকর্তাদের দ্বারা তদন্তের ন্যায্যতা প্রদান করে।

(৩) যেখানে এফআইআর বা অভিযোগে করা অনিয়ন্ত্রিত অভিযোগ এবং তার সমর্থনে সংগৃহীত প্রমাণ কোনও অপরাধের কথা প্রকাশ করে না এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা তৈরি করে।

(৪) যেখানে, এফ. আই. আর-এর অভিযোগগুলি একটি আমলযোগ্য অপরাধ গঠন করে না কিন্তু শুধুমাত্র একটি অ-বিচারযোগ্য অপরাধ গঠন করে, সেখানে কোনও পুলিশ অফিসার দ্বারা ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত কোনও তদন্তের অনুমতি দেওয়া হয় না যা কোডের ধারা ১৫৫ (২) এর অধীনে বিবেচিত হয়।

(৫) যেখানে এফআইআর বা অভিযোগে করা অভিযোগগুলি এতটাই অযৌক্তিক এবং সহজাতভাবে অসম্ভব যে যার ভিত্তিতে কোনও বিচক্ষণ ব্যক্তি কখনও এই যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে না যে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি রয়েছে।

(৬) যেখানে সংবিধির বা সংশ্লিষ্ট আইনের (যার অধীনে ফৌজদারি কার্যধারা চালু করা হয়েছে) যে কোনও বিধানে প্রতিষ্ঠানটির উপর সুস্পষ্ট আইনি বাধা রয়েছে এবং কার্যধারা অব্যাহত রয়েছে এবং/অথবা যেখানে সংবিধিতে বা সংশ্লিষ্ট আইনে কোনও নির্দিষ্ট বিধান রয়েছে, যা ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের অভিযোগের কার্যকর প্রতিকার প্রদান করে।

(৭) যেখানে কোনও ফৌজদারি কার্যধারাকে স্পষ্টভাবে দুর্বোধ্যতার সাথে দেখা হয় এবং/অথবা যেখানে অভিযুক্তের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এবং ব্যক্তিগত ও ব্যক্তিগত বিদ্বেষের কারণে তাকে উপেক্ষা করার লক্ষ্যে বিদ্বেষপূর্ণভাবে কার্যধারাটি চালু করা হয়।

১৭. **নীহারিকা ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য ও অন্যান্য, ২০২১ এসসিসি অনলাইন এস. সি. ৩১৫** মামলায় এই আদালতের সাম্প্রতিক রায়ে এই আদালত কর্তৃক গৃহীত নীতিগুলি ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করা হয়েছে।

২১. বর্তমান মামলার উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে **ভজন লাল** (সুপ্রা)-এর ১০২ ধারার অধীনে কোনও ধারার মধ্যে আসে না এবং যেহেতু মামলার অভিযোগকারীকে প্রাথমিকভাবে সমর্থন করার জন্য রেকর্ডে পর্যাপ্ত উপকরণ রয়েছে, এটি কোনও উপযুক্ত মামলা নয় যেখানে এই আদালতের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ করা উচিত।

২২. **২০১৯ সালের সিআরআর ৯৯৫ এইভাবে খারিজ করা হয়েছে।**

২৩. সমস্ত সংযুক্ত অ্যাপ্লিকেশন, যদি থাকে, নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

২৪. অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ, যদি থাকে, খালি থাকে।

২৫. এই রায়ের অনুলিপি প্রয়োজনীয় সম্মতির জন্য লার্ড ট্রায়াল কোর্টে পাঠানো হবে।

২৬. এই রায়ের জরুরি প্রত্যয়িত ওয়েবসাইট অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, সরবরাহ করা হবে সমস্ত প্রয়োজনীয় আইনি আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পর দ্রুত।

বিচারপ্রতি (শম্পা দত্ত (পল)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly